বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০৯১.২৪-১৭৩ | তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪৩২ / ২৯ জুন ২০২৫

বিষয়ঃ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিষয়ে মতামত প্রদান।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধন সাপেক্ষে, নির্বাচন কমিশন **Representation of the People Order, 1972 (P.O No-155 of 1972)** এর **Article 91B** এর আলোকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে। বিধিমালাটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নাগরিকগণের সুচিন্তিত মতামত কামনা করা হলো।

০২। অতএব, নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা এর একটি খসড়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইট **www.ecs.gov.bd** এ প্রকাশ করা হলো। এ বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আগামী ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে সিনিয়র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এর ইমেইল **(opinion@ecs.gov.bd)** ঠিকানায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৯/০৬/২০২৫

(দেওয়ান মোঃ সারওয়ার জাহান)
উপসচিব (নিঃসঃওসঃ)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫১৬

সংযুক্তিঃ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর খসড়া।

নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০৯১.২৪-১৭৩ | তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪৩২ / ২৯ জুন ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়গণের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিঃ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন)
সিনিঃ সহঃ সচিব (নিঃসঃ-১)

G:Roman আইন বিধি সংক্রান্ত চিঠি ও নোট\UO Note or Latter.doc

যোগাযোগঃ

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
এস, আর, ও নং-............-আইন/২০২৫।– Representation of the People Order,1972 (P.O No-155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-	
১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- **(১)** এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা**,** ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।	
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।	
২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, -	
(১) **''কমিশন''** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;	
(২) "**জনসংযোগ**" অর্থ সংসদ সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া**:**	
(৩) **''দেওয়াল''** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;	
(৪) ''**নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল''** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল**;**	
(৫) ''**নির্বাচন**'' অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;	
(৬) **''নির্বাচনি এলাকা''** অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;	
(৭) **''নির্বাচন-পূর্ব সময়''** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;	
(৮) **''ব্যানার''** অর্থ প্রচার বা এরূপ কাপড়/চটের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র;	
(৯) "**ফেস্টুন**" অর্থ কাপড়/চটের তৈরী ফেস্টুন।	
(১০) "**ব্যানার লাগানো**" অর্থ প্রচার বা এইরুপ কোন উদ্দেশ্যে**,** দেওয়াল বা যানবাহনে লাগাইয়া দেওয়া**,** ঝুলাইয়া দেওয়া**,** টাঙ্গাইয়া দেওয়া**;**	
(১১) **''প্রার্থী''** অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;	
(১২) **"প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী"** অর্থ এইরূপ কোনো প্রার্থী যিনি নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রার্থিতা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীন প্রত্যাহার করা হয় নাই বা দফা (২) এর অধীন স্থগিত করা হয় নাই;	
(১৩) **''যথাযথ কর্তৃপক্ষ''** অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;	
(১৪) **''যানবাহন''** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহণ;	
(**১৫**) **''সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি''** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী,	

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, অন্তর্বর্তীকালীন/ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যসহ সমপর্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ।	
৩। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, প্রদান নিষিদ্ধঃ-** (১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।	
(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধঃ নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;	
(৩) নির্বাচনকালীন অনুদান ,বরাদ্দ প্রদান নিষিদ্ধঃ নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।	
৪। **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহারঃ** (১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার বা এতদুদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থান করা যাইবে না;	
(২) অন্যান্য বিধিমালা বা নীতিমালা যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।	
৫। **নির্বাচনি প্রচারণাঃ** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ০৬ হইতে বিধি ২৩ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।	
৬। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** নির্বাচনী প্রচারণায় কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য নিম্নোক্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে-	
(ক) **সমান অধিকারঃ** প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলেই সমান অধিকার পাইবে। তবে প্রতিপক্ষের জনসভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবে না;	
(খ) **জনসভার অনুমতি গ্রহণঃ** জনসভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;	
(গ) **পুলিশ বিভাগকে অবহিতকরণঃ** জনসভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;	

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
(ঘ) **চলাচলে বিঘ্নসৃষ্টিঃ** জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;	
(ঙ) **পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ব্যবস্থাগ্রহণঃ** কোন জনসভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনসভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না।	
৭। লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ (১) নির্বাচনি প্রচারনায় কোন প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাইবে না। (২) নির্বাচনি প্রচারণায় অপচনশীল দ্রব্য যেমন-রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোন নির্বাচনি প্রচারপত্র, লিফলেট/হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না; (৩) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার, লিফলেট/হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটাইতে পারিবেন না, যথাঃ-	
(ক) নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;	
(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং	
(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে; তবে শর্ত থাকে যে, দেশের অন্য যেকোন স্থানে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এরূপ কোন উপাদানে তৈরি লিফলেট, ব্যানার বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।	
(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদি টাঙ্গানো যাইবে না এবং উক্ত লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;	
(৫) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ১০ (দশ) ফুট × ৪ (চার) ফুট হইতে হইবে এবং লিফলেট আয়তন অনধিক A4 সাইজ (8.27" ×11.69") আকারে হইবে। ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন এ প্রার্থী তাঁহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।	
(৬) উপবিধি (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি, ব্যানার, লিফলেট ও ফেস্টুন ছাপাইতে পারিবেন। উল্লিখিত ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, জনসভায় নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ব্যানার, লিফলেট ও ফেস্টুনে ছাপানো যাইবে না।	
(৭) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি **(Portrait)** এর আয়তন **[**"৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার"**]** এর অধিক হইতে পারিবে না;	
(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে	

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
পারিবে না।	
(৯) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ব্যবহার করিতে পারিবেন না ।	
(১০) ব্যানার, লিফলেট, ফেস্টুন ইত্যাদিতে পলিথিনের আবরণ এবং প্লাস্টিক ব্যানার (পিভিসি ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না।	
৮। **ভোটার স্লিপ ব্যবহারঃ** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-	
(ক) ভোটারের নাম, ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক ভোটার স্লিপ প্রদান করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, কোন ভোটকেন্দ্রের ১৮০ (একশত আশি) মিটারের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবেন না;	
(খ) ভোটার স্লিপ ১২ (বার) সেন্টিমিটার × ৮ (আট) সেন্টিমিটার এর অধিক আয়তনের হইতে পারিবে না এবং উহাতে প্রার্থীর নাম ও ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক ও ভোট প্রার্থনা করে কোন কথা বা এরুপ ইঙ্গিত কিছু উল্লেখ করিতে পারিবেন না; এবং	
(গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখ বিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।	
৯। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-	
(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মশাল নিয়ে কোন মিছিল, জনসভা কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;	
(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না। রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনীধি ০৫(পাঁচ) জনের অধিক গমন করিতে পারিবেনা।	
(গ) নির্বাচনি প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার বা উহা হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না;	
(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।	
১০। **কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদানঃ** কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ।	
১১। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-	
(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং	
(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।	
১২। **প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।	

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
১৩। গেইট, তোরণ, প্যান্ডেল, ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণঃ কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-	
(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;	
(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;	
(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;	
(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে বা প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প অথবা কোন নির্বাচনী এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;	
(ঙ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।	
১৪। বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্তঃ নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বিলবোর্ড ব্যবহার করিতে পারিবে। তবে বিলবোর্ডে প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট × ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে। কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনী এলাকায় ২০ (বিশ) টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করিতে পারিবে না। তবে, বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবেনা এবং পরিবেশ বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবেনা।	
১৫। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-	
(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;	
(খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;	
(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;	
(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং [Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms, লাঠি বা দেশীয় কোন ধারালো/ভোঁতা অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন না; এবং	
(ঙ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।	
১৬। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণাঃ (ক) কোন প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন, তবে উক্ত ক্ষেত্রে প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।	
(খ) ক্ষতিকর কনটেন্টের নিষিদ্ধতা:	
(১) ঘৃণাত্মক বক্তব্য**,** ভুল তথ্য ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর কনটেন্ট বানানো ও প্রচারণা নিষিদ্ধ।	

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
(২) প্রতিপক্ষ, সংখ্যালঘু বা অন্য কোন জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা উসকানিমূলক ভাষা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।	
(৩) নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যহার নিষিদ্ধ;	
(গ) ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য:	
(১) সামাজিক মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কনটেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করার পূর্বে (ফেক্ট-চেক) সত্যতা যাচাই করতে হবে।	
(২) ভোটারদেকে বিভ্রান্তি করার জন্য তৈরি করা পক্ষপাতমূলক কনটেন্ট (যেমন, এডিটকৃত ভিডিও, বানোয়াট খবর)	
(ঘ) নির্বাচনি নিরবতার সময়সীমা: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সকল প্রকারের অনলাইন প্রচারণা থেকে বিরত থাকতে হবে।	
১৭। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ	
(ক) কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনী এলাকায় একই সঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবে না।	
(খ) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি প্রচারনার সময়কালে কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮(আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।	
(গ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচার কার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেলের অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।	
১৮। প্রচারণার সময় ও প্রচারণা সামগ্রী অপসারণঃ	
(১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না এবং ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে কোন নির্বাচনী প্রচার করিতে পারিবেন না;	
(২) ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা সময়ের মধ্যে নির্বাচনি এলাকার প্রচারণা সামগ্রী প্রার্থী নিজ দায়িত্বে অপসারণ করিবেন।	
১৯। সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা।- (১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না।	
(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং	
এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।	
(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।	
(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্যদে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচনী প্রচারনা সময়কাল শুরু হওয়ার আগেই উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে।	
(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।	
(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি	

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন নাঃ	
(৭) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করিত পারিবেন না।	
২০। **নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ**।- (ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪খ(৩) এ নির্ধারিত ব্যায়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবে না।	
খ) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনি বিষয়ক সামাজিক মাধ্যমে কনটেন্ট তৈরী, বিজ্ঞাপন প্রদান, বুষ্টিং ও স্পন্সরশিপসহ সকল প্রচারণা ব্যয় এর শিরোনামে সামগ্রিক নির্বাচনি ব্যয় এর সাথে নির্বাচন কমিশন বরাবর দাখিল করিতে হইবে।	
(গ) সামাজিক মাধ্যমে সমস্ত ব্যয়সমূহ প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে।	
(ঘ) সামাজিক মাধ্যমে প্রচার অভিযানে বিদেশি অর্থায়নে বিজ্ঞাপন বা প্রচারনা কার্যক্রম চালাইতে পারিবে না।	
২১। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার**।- (ক) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।	
(খ) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।	
(গ) পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালনঃ পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।	
(ঘ) পোলিং এজেন্ট বা কোনো ভোটার প্রার্থীর পক্ষে প্রচারনামূলক কোন বক্তব্য ও প্রতীক সম্বলিত কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে না।	
২২। **প্রার্থী পরিচিতি নির্বাচনী ইশতেহার /ঘোষণাপাঠ, আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণাঃ** প্রতীক বরাদ্দের পর পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার একই মঞ্চে সকল প্রার্থীদের উপস্থিতিতে তাহাদের নির্বাচনী ইশতেহার/ ঘোষণাপত্র এবং আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।	
২৩। **গণমাধ্যমে নির্বাচনী ডায়ালগঃ** নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী বা দলের প্রতিনিধি টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক আয়োজিত ডায়ালগে অংশ নিতে পারিবেন। তবে কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করিয়া কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।	
২৪। **নির্বাচন পূর্ব অনিয়মঃ** (১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।	
(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।	
(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচনকালীন নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন-	
(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা	
(খ) তাৎক্ষণিকভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।	

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)	মতামত
৩	৪
(৪) উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।	
২৫। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ**	
(ক) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;	
(খ) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।	
(গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা বিধি ১৩ক(২) লঙ্ঘিত হলে সেই সময়ে কার্যকর থাকায় ডিজিটাল/ সাইবার সুরক্ষা আইনের আওতায় শাস্তি প্রযোজ্য হইবে।	
২৬। কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিলঃ	
(ক) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরুপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।	
(খ) উপবিধি (ক) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন যাহার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৫৫) এর ৯১ ঙ এর বিধান মোতাবেক উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে।	
(গ) উপবিধি (খ) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে।	
(ঘ) উপবিধি (গ) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	
২৭। **রাজনৈতিক দলের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রঃ** রাজনৈতিক দলসমূহ এই আচরণ বিধির সকল বিধান মানিয়া চলিবে এই মর্মে একটি অংগীকারনামা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিল করিবেন।	
২৮। **প্রার্থী কর্তৃক বিধিমালার বিধানসমূহ মানিয়া চলিবার প্রত্যয়নপত্রঃ** কোন ব্যক্তি প্রার্থী হিসেবে ঘোষিত হইলে তাহাকে তফসিল-১ এ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী এই মর্মে অংগীকার করিতে হইবে যে, তিনি এই বিধিমালার সকল বিধান মানিয়া চলিবেন এবং যদি তাহার বা তাহার কোন সহযোগীর দ্বারা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন হয় তাহা হইলে তিনি আইন বা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।	
২৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮, তারিখ ৩ আশ্বিন ১৪১৫ মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল। একইসাথে এতদুদ্দেশ্যে ইতপূর্বে প্রনীত বিধিমালার আওতা সম্পাদিত কার্যাবলী হেফাজত করা হইল।	

তফসিল-১

(বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য)

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার দল এবং দল কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থী "রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ ''এর প্রতিটি বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার দল বা দল কর্তৃক মনোনীত কোন প্রার্থী এই আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করে তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

রাজনৈতিক দলের নাম ও নিবন্ধন নম্বর-----------

প্রতীক----------

সভাপতি বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পদধারী / সাধারণ সম্পাদক বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পদধারী স্বাক্ষর----------

তফসিল-২

(বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য)

আমি ...., এই নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ এর প্রতিটি বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার বা আমার নির্বাচনী এজেন্ট বা আমার কোন সহযোগী বা আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি এই আচারন বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করে তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

প্রার্থীর নাম-----------
স্বাক্ষর----------
প্রতীক----------
আসন---------।
প্রার্থীর এনআইডি---------
০২ জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি:
১। ১ম সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি.................
২। ২য় সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি.................

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে
....
সিনিয়র সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,
ঢাকা।